# ফিতনা ও অস্থিরতার সময়ে আল্লাহর ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) এবং আশাবাদ (তাফাউল)

# التَّوَكُّلُ وَالتَّفَاؤُلُ زَمَنَ الْفِتَنِ وَالْقَلَاقِلِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَفَرِّدِ بِالْأُلُوهِيَّةِ وَالْبَقَاءِ، وَالْمُسْتَحِقِّ الشُّكْرَ وَالثَّنَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ذُو الْعِزَّةِ وَالْكِبْرِيَاءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَفْضَلُ الْبَشَرِ وَأَزْكَى الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْأَتْقِيَاءِ، وَعَلَى تَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ النِّدَاءِ وَالْجَزَاءِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ -إِخْوَةَ الْإِيمَانِ- وَامْلَؤُوا قُلُوبَكُمْ رِضًا بِقَضَاءِ الرَّحْمَنِ، وَحُسْنَ ظَنٍّ بِحُكْمِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ، فَمَا خَابَ مَنْ رَجَا رَبَّهُ وَمَوْلَاهُ، وَمَا انْهَزَمَ مَنْ لَاذَ بِحِمَاهُ؛ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} [الروم: ٤٧].

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা জন্য, যিনি একক ইবাদত ও চিরস্থায়িত্বের গুণে গুণান্বিত এবং যিনি সকল শোকর ও প্রশংসার একমাত্র যোগ্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি পরম মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি সমগ্র মানবজাতির শ্রেষ্ঠ এবং সকল নবী ও রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গের ওপর, তাঁর পুণ্যবান ও পরহেজগার সাহাবিদের ওপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণকারীদের ওপর।

অতঃপর, হে ঈমানদার ভাই সকল! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন (তাকওয়া অবলম্বন করুন) এবং পরম করুণাময় আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি দ্বারা নিজেদের অন্তরকে পরিপূর্ণ করে রাখুন।

মহাপরাক্রমশালী বিচারক আল্লাহর হুকুম ও বিচারের প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করুন। কেননা, যে ব্যক্তি তার রব ও অভিভাবকের আশা রাখে, সে কখনো হতাশ বা ব্যর্থ হয় না; আর যে তাঁর আশ্রয়ে আশ্রয় নেয়, সে কখনো পরাজিত হয় না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন: আর আমি আপনার পূর্বে বহু রাসূলকে তাঁদের নিজ নিজ কওমের নিকট প্রেরণ করেছি, তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি; আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (সূরা আর-রূম: ৪৭)

## ✲ জীবনের পরিবর্তনশীলতা ও পরীক্ষা

### ✦ মুসলিমদের প্রতি আহ্বান ও জীবনের বাস্তবতা:

হে মুসলিম সমাজ! নিশ্চয়ই জীবনের পাতাগুলো ভালো ও মন্দ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সংকটের মাঝে পরিবর্তিত হতে থাকে। আর এ জীবন তার অধিবাসীদের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় আবর্তিত করে: প্রাচুর্য ও সংকট, সুখ ও দুঃখ। এই জীবনে রয়েছে বিপদ-আপদ, কষ্ট ও পরীক্ষা। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেছেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব; আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। (সূরা-বাকারা: ১৫৫)

## ✲ পৃথিবীর চিরন্তন রীতি ও কবিতার উদাহরণ

### ✦ পৃথিবীর অস্থির প্রকৃতি:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা যেদিন থেকে এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, এটি কখনোই এক অবস্থায় স্থির থাকে না; বরং মানুষকে বিভিন্ন পথ ও অবস্থায় আবর্তিত করতে থাকে।

যেমনটি এক কবি বলেছেন:

ثَمَانِيَةٌ تَجْرِي عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ      وَلَا بُدَّ لِلْإِنْسَانِ يَلْقَى الثَّمَانِيَهْ

سُرُورٌ وَحُزْنٌ وَاجْتِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ      وَيُسْرٌ وَعُسْرٌ ثُمَّ سَقَمٌ وَعَافِيَهْ

'আটটি জিনিস সকল মানুষের জীবনেই আবর্তিত হয়,
মানুষকে অবশ্যই এই আটটি বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়:
আনন্দ ও বেদনা, মিলন ও বিচ্ছেদ,
সহজতা ও কঠিনতা, এবং অসুস্থতা ও সুস্থতা।'

## ✵ বর্তমান সময়ের বাস্তবতা ও যুদ্ধের বিধান

### ✦ বর্তমান পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ:

আর এটি কারো অজানা নয় যে, আমরা আজ এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও ব্যতিক্রমী সংকটকালের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছি ।

### ✦ যুদ্ধের অপছন্দনীয়তা ও প্রয়োজনীয়তা:

নিশ্চয়ই যুদ্ধ একটি অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় বিষয়; দ্বীন, জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং সম্মান ও জন্মভূমি সুরক্ষার জন্য বাধ্য হওয়া ছাড়া এর দিকে যাওয়া হয় না ।

## ✵ হাদীসের নির্দেশনা ও তাফাউলের (আশাবাদ) প্রয়োজনীয়তা

✦ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীস:

**عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ**

হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'হে মানবজাতি! তোমরা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আশা কোরো না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা প্রার্থনা করো । তবে যখন তোমরা তাদের মুখোমুখি হয়েই যাবে, তখন ধৈর্য ধারণ করো এবং জেনে রাখো–নিশ্চয়ই জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতলে । (বুখারী: ২৯৬৫ মুসলিম: ১৭৪২, আবু দাউদ: ২৬৩১)

### ✦ হতাশা দূরীকরণে আশাবাদের গুরুত্ব:

এমন পরিস্থিতিতে মানুষের অন্তরে কিছুটা নিরাশাও দানা বাঁধতে পারে । সেই হতাশা–যা সংকল্পকে দুর্বল করে দেয়, পুরুষদের পরাজিত করে, অনুভূতিকে নাড়িয়ে দেয় এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চুরমার করে ফেলে! তাই এসব ভারী বোঝা সরিয়ে ফেলতে আমাদের আজ কতই না প্রয়োজন আশাবাদী (তাফাউল) হওয়ার!

## ✵ নবীজী ব-এর হেদায়েতে আশাবাদ (তাফাউল)

### ✦ ভয় ও হতাশার মাঝে সুসংবাদ দান:

হে ইসলামের ভাই সকল! নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ ও জীবনপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে দেখতে পাবে যে তিনি আশাবাদী হওয়ার বিষয়ে কতটা ব্যাকুল ছিলেন । তিনি ভয়ের মুহূর্তেও সুসংবাদ দিতেন এবং হতাশা ও নৈরাশের স্থানে আশার আলো ছড়াতেন; যাতে মানুষের মন ভেঙে না পড়ে বা অবসাদগ্রস্ত না হয়ে যায় ।

**✵ ইতিহাস থেকে ধৈর্যের শিক্ষা ও হাদীসের প্রমাণ**

**✦ খাব্বাব ইবনুল আরাত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর বর্ণনা:** তিনি বলেন:

**أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً، وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ؛ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ؛ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ؛ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ**

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলাম, তখন তিনি কাবার ছায়ায় তাঁর চাদরে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। সে সময় আমরা মুশরিকদের পক্ষ থেকে চরম অত্যাচার ও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছিলাম।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন না?!

শুনে তিনি বসে পড়লেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন:

'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এমন ছিল যে, লোহার চিরুনি দিয়ে মানুষের হাড্ডির ওপর থেকে গোশত ও রগ আলাদা করে ফেলা হতো; তবুও এই কঠিন শাস্তি তাদেরকে দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আর মাথার মাঝখানে করাত রেখে কেটে দু'ভাগ করে ফেলা হতো; তবুও তা তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারত না।

আল্লাহর কসম! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন; এমনকি এক সময় একজন আরোহী সানা (ইয়ামেন) থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত একা ভ্রমণ করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সে ভয় পাবে না, আর তার ছাগলের পালের জন্য কেবল নেকড়ে বাঘের ভয় থাকবে (অর্থাৎ সর্বত্র পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে)।' (বুখারী: ৩৮৫২)

**✵ কঠিন সময়েও ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ**

আদী ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বের একটি ঘটনার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন ও সংকটময় সময়ে আমাকে ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ দিয়ে বললেন,

أَمَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنَ الْإِسْلَامِ، تَقُولُ: إِنَّمَا اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ وَمَن لَّا قُوَّةَ لَهُ؛ وَقَدْ رَمَتْهُمُ الْعَرَبُ، أَتَعْرِفُ الْحِيرَةَ؟

"আমি জানি, কোন বিষয়টি তোমাকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিচ্ছে। তুমি মনে করছ–এই ধর্মকে অনুসরণ করেছে সমাজের দুর্বল ও অসহায় মানুষ; আর সমগ্র আরব তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তুমি কি 'হীরা' (ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ নগরী) চেন?"

قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا،

আমি বললাম, "আমি সেখানে যাইনি, তবে এর কথা শুনেছি।"

قَالَ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ، وَلَيُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করবেন। এমন সময় আসবে, যখন একজন নারী হীরা থেকে একাকী সফর করে কাবাঘর তাওয়াফ করবে, অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ভয় থাকবে না। আর অবশ্যই কিসরা ইবনু হুরমুয (পারস্য সম্রাট)-এর বিপুল ধনভাণ্ডার মুসলমানদের হাতে বিজিত হবে।"
আমি বিস্মিত হয়ে বললাম,

قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟!

"কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভাণ্ডার?"

قَالَ: তিনি বললেন,

نَعَمْ؛ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ، وَلَيُبْذَلَنَّ الْمَالُ؛ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

"হ্যাঁ, কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভাণ্ডার। আর এমন সময়ও আসবে, যখন মানুষের মাঝে এত সম্পদ বিতরণ করা হবে যে, তা গ্রহণ করার মতো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"
এরপর আদী ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন,

قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: فَهَذِهِ الظَّعِينَةُ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ؛ فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارٍ، وَلَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَهَا

"আজ সেই নারী নিরাপদে হীরা থেকে বের হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করছে। আর আমি নিজেও সেইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভাণ্ডার বিজয় করেছিল। সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তৃতীয় সুসংবাদটিও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বলেছেন।" (বুখারী: ৩৫৯৫ মুসনাদে আহমাদ: ১৮২৬০)

### ✲ সংকটকালে তাওয়াক্কুল ও আশাবাদ (তাফাউল)

### ✦ খন্দকের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও কঠিন পরিস্থিতির বর্ণনা:

হে আল্লাহর বান্দাগণ! মহাভীতিপ্রদ ও কম্পন সৃষ্টিকারী পরিস্থিতিতে–যখন সংকট চরম আকার ধারণ করে, ঠিক যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা খন্দকের যুদ্ধে ঈমানদার বান্দাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন:

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

যখন তারা তোমাদের ওপর থেকে এবং নিচ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে তেড়ে এসেছিল; আর যখন চোখগুলো স্থির হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে কম্পিত হয়েছিল। (সূরা আল-আহযাব: ১০-১১)

### ✦ সংকটে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভূমিকা ও ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য:

এমন কঠিন মুহূর্তেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর ওপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) রেখে এবং সাধ্যমতো যুদ্ধের প্রস্তুতিনীতি গ্রহণ করে মানুষের অন্তরে আশাবাদের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতেন।

আর ঈমানের শক্তিতে বলীয়ান প্রকৃত পুরুষেরা তো এমনই হন! তাঁরা কষ্টকে আশায়, নৈরাশ্যকে আশাবাদে, সংকীর্ণতাকে প্রসন্নতায় এবং বিপদ-আপদকে নিয়ামতে রূপান্তরিত করেন। ফলে জীবন কঠিন ও দুঃসহ হলেও মধুর হয়ে ওঠে!

✦ **ধৈর্যের নির্দেশ:** কুরআন থেকে দলিল:

**وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} [النحل: ١٢٧].**

আর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, আপনার ধৈর্য তো কেবল আল্লাহরই সাহায্যে; তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করে তার কারণে মন ছোট করবেন না। (সূরা আন-নহল: ১২৭)

**بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আমার ও আপনাদের জন্য মহান কুরআনে বরকত দান করুন। এতে থাকা আয়াত ও প্রজ্ঞাময় জিকির দ্বারা আমাকে ও আপনাদেরকে উপকৃত করুন।

আমি আমার এ কথা বলছি এবং আমার ও আপনাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতএব আপনারা তাঁর কাছে ক্ষমা চান; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

## দ্বিতীয় খুতবার

## الخطبة الثانية

**الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمُصْطَفَاهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ.**

**أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ -عِبَادَ اللَّهِ- وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، فَلَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْقِيَامِ بِطَاعَتِهِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى عِبَادِهِ، فَلَنْ يَخْذُلَ اللَّهُ تَعَالَى قَائِمًا بِهِمَا؛ يَقُولُ تَعَالَى: { وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: ٤٠، ٤١].**

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য মাবুদ নেই, যিনি তাঁর মহান মর্যাদায় সুউচ্চ। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা, রাসূল ও মনোনীত বান্দা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবিগণ এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

**✦ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়:**

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন (তাকওয়া অবলম্বন করুন) এবং তিনি যা পছন্দ ও ভালোবাসেন তার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করুন।

কেননা, আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করার চেয়ে প্রিয় বস্তু আল্লাহর কাছে আর কিছুই নেই। আর যে ব্যক্তি এই দুটি কাজ সম্পন্ন করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাকে কখনোই লাঞ্ছিত বা সহায়হীন করবেন না।

✦ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এরশাদ করেন:

আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহরই ইখতিয়ারে। (সূরা আল-হাজ্জ: ৪০-৪১)

**✵ দুর্বলদের প্রতি অনুকম্পার গুরুত্ব (হাদীসের শিক্ষা):**

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি:

**ابْغُونِي ضُعَفَاءَكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ**

'তোমরা তোমাদের দুর্বলদের মাঝে আমাকে খোঁজ করো (দুর্বলদের সেবা ও সাহায্যের মাধ্যমে আমার খোঁজ করো)। কারণ, নিশ্চয়ই তোমাদের দুর্বলদের কারণেই তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয় এবং সাহায্য করা হয়।' (আবু দাউদ: ২৫৯৪, তিরমিযী: ১৭০২, নাসাঈ: ৩১৭৯, আহমাদ: ২১৭৩১)

**✵ নিরাশাবাদ ও কুধারণা ত্যাগের কঠোর নির্দেশ**

**✦ উম্মাহর অবস্থা নিয়ে হতাশা ছড়ানোর অপকারিতা:**

"হে ঈমানদার ভাই সকল! নিশ্চয়ই মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অনবরত নিরাশাজনক ও হতাশাপূর্ণ কথাবার্তা বলা মুসলিমদের শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং তাদের অন্তরকে দুঃখ ও নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন করে।"

✦ **কুচিন্তা থেকে সতর্কবার্তা:**

অতএব, খবরদার! আপনারা কখনো দুর্বলতা ও ভীরুতার বাণী উচ্চারণ করবেন না এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা সম্পর্কে কখনো কুধারণা পোষণ করবেন না। আল্লাহর প্রতি কুধারণা থেকে বেঁচে থাকুন এবং সাবধান থাকুন–যেন আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যান, যাদের তিরস্কার করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা বলেছেন:

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا

বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল এবং মুমিনগণ কখনোই তাদের পরিজনদের কাছে ফিরে আসতে পারবে না এবং এটি তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করা হয়েছিল। আর তোমরা কুধারণা করেছিলে, ফলে তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হলে। (সূরা আল-ফাতহ: ১২)

(এখানে 'বুরান' (بُورًا) শব্দের অর্থ: ধ্বংসপ্রাপ্ত, হতাশাবাদী ও মানসিকভাবে পরাজিত গোষ্ঠী।)

✦ **হতাশাব্যঞ্জক উক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুশিয়ারি:**

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ؛ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

যখন কোনো ব্যক্তি বলে–মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন সে নিজেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত (অথবা সে-ই তাদেরকে বেশি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়)। (মুসলিম: ২৬২৩)-

✵ **মোনাজাত ও দুআ**

✦ **ঈমান ও হেদায়েতের জন্য দুআ:**

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْكُوَيْتَ وَأَهْلَهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظْ إِخْوَتَنَا مِنَ الْمُرَابِطِينَ وَقُوَى الْأَمْنِ وَالدِّفَاعِ وَالْحَرَسِ الْوَطَنِيِّ وَالْإِطْفَاءِ وَجَمِيعَ الْقَائِمِينَ عَلَى أَمْنِ الْبِلَادِ،

وَثَبِّتِ الْأَرْضَ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَوَاصِيهِمَا لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

হে আল্লাহ! আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিন এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দিন। আর আমাদের কাছে কুফরি, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিন এবং আমাদেরকে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

**✦ ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ের জন্য দুআ:**

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন।

**✦ সকল মুমিনের ক্ষমা প্রার্থনা:**

হে আল্লাহ! সমস্ত মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী–যাঁরা জীবিত আছেন এবং যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন–সকলকে ক্ষমা করে দিন।

**✦ দেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য দুআ:**

হে আল্লাহ! কুয়েত ও তার অধিবাসীদের যাবতীয় অনিষ্ট ও অপ্রিয় পরিস্থিতি থেকে হেফাজত করুন। এই দেশকে এবং সকল মুসলিম দেশকে শান্তিময় ও নিরাপদ বানিয়ে দিন।

**✦ সীমান্ত রক্ষী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য দুআ:**

হে আল্লাহ! আমাদের সীমান্ত পাহারাদার ভাইদের, নিরাপত্তা বাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল গার্ড, ফায়ার সার্ভিস এবং দেশের সুরক্ষায় নিয়োজিত সকলকে হেফাজত করুন এবং তাঁদের পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখুন।

**✦ রাষ্ট্রনেতাদের হেদায়েত ও তৌফিকের জন্য দুআ:**

হে আল্লাহ! আমাদের আমীর (রাষ্ট্রপ্রধান) এবং ক্রাউন প্রিন্সকে (যুবরাজ) এমন কাজ করার তৌফিক দিন যা আপনি পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন; আর তাঁদেরকে সৎকর্ম ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন।"

**✦ সর্বশেষ আহ্বান:**

আমাদের শেষ কথা হলো–সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লার জন্য।

প্রণয়নে: জুমার নামাযের আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি (কুয়েত)